18-09-2023 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার আশা হলো বাচ্চারা যেন সম্পূর্ণরূপে নষ্টমোহ হয়ে যায়, যখন পাকাপাকিভাবে প্রতিজ্ঞা করবে -- বাবা, তুমি হলে আমার, আমি হলাম তোমার, তবেই সত্যিকারের প্রেমের বন্ধন জুড়বে"

*প্রশ্নঃ - রুদ্র শিববাবার দ্বারা রচিত যজ্ঞ আর মানুষের দ্বারা রচনা করা যজ্ঞের মধ্যে প্রধান অন্তর কি?

*উত্তরঃ - মানুষ যে যজ্ঞই রচনা করে তাতে যব-তিল ইত্যাদি অর্পণ (স্বাহা) করে, ও'টা হয়ে গেল বস্তুভিত্তিক(মেটিরিয়াল) যজ্ঞ। বাবা যে যজ্ঞ রচনা করেছেন তা হলো অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ, এতে সমগ্র দুনিয়াই স্বাহা হয়ে যায়। ২) এই যজ্ঞ অল্পসময় পর্যন্ত চলে, এই যজ্ঞ যতক্ষণ পর্যন্ত বিনাশ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে। বাচ্চারা, যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটবে।

*গীতঃ- দুর্বলের সঙ্গে লড়াই বলবানের....

ওম্ শান্তি । এখন এ'কথা বাচ্চারা জানে যে এ'গুলিকে পাঠশালাও বলবে আর জ্ঞান যজ্ঞও বলবে। পাঠশালার হিসেব অনুযায়ী এইম অবজেক্ট তো অবশ্যই থাকা চাই। এখন এ হলো যজ্ঞেরও যজ্ঞ আর পাঠশালাও। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, ওরা এরই কপি করে। বস্তুনির্ভর যজ্ঞ রচনা করে, তাতে যব-তিল ইত্যাদি আহুতি দেয় আর অন্যদিকে আবার অতি বিশাল যজ্ঞও রচনা করে যেখানে চতুর্দিকে শাস্ত্র রেখে দেয়। অনের বড় জায়গা নিয়ে নেয়। তারপর একদিকে চাল, ঘি, আটা ইত্যাদি সব রাখে আর অপরদিকে সমস্ত শাস্ত্রও রেখে দেয়। যে শাস্ত্র চাও সেটাই শোনাবে, তারপর সেখানে যজ্ঞে অর্পণও (স্বাহাও) করতে থাকে। বাবা বলেন -- এই রুদ্র তো হলো আমার নাম। কথিতও আছে, রুদ্র ভগবান জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছিলেন। ওঁনার নামেই নামকরণ হয়েছে রুদ্র যজ্ঞ। যেমন নেহেরুর পর নাম রেখে দেয় -- নেহেরু মার্গ, নেহেরু পার্কে ইত্যাদি। এখন রুদ্র তো হলো ভগবান শিব। তিনি রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। এই যজ্ঞে সমগ্র পুরানো সৃষ্টির আহুতি হয়ে যায়। এ'সব কারোর বুদ্ধিতে থোড়াই থাকবে ! এই সৃষ্টি কত বড়। শহর কত দূরে-দূরে। সবই এই অবিনাশী জ্ঞানযজ্ঞে আহুতি পড়ে যাবে পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। তারপর নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি হবে। বিনাশের জন্য ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) সহায়তা করে। এ হলো রুদ্র রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ। অবিনাশী অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত বিনাশ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে। এরকম যজ্ঞ কারোরই হয় না। সবচেয়ে বেশী হলে এক মাস ধরে চলবে। গীতাও এক মাস ধরে শোনানো হয়। এখন বাবা বোঝান -- আমি এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছি। এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ অর্থাৎ তোমাদের যে রথ (দেহ) রয়েছে তাকে স্বাহা (অর্পণ) করে দিতে হবে, বলিপ্রদত্ত হতে হবে। ওরা অন্য নাম রেখে দিয়েছে। দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ দেখানো হয়ে থাকে, তাতে অশ্বকে স্বাহা করা হয়। অতি দীর্ঘ কাহিনী। বাবা বোঝান, এ হলো আমার অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ। অবিনাশীর দ্বারা অবিনাশী যজ্ঞ। এমন নয় যে সদাই চলতে থাকবে। যখন সমগ্র দুনিয়া স্বাহা হওয়ার সময় আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই যজ্ঞ চলবে। কারণ বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। ভক্তির তো অনেক শাস্ত্র রয়েছে। জ্ঞানের সাগর যখন বাবা তখন অবশ্যই ওঁনার কাছে নতুন জ্ঞান থাকবে। বাবা নিজের সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়ে থাকেন আর তারপর সৃষ্টি চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় তাও বোঝান যার দ্বারা আত্মা ত্রিকালদর্শী হয়ে যায়। ত্রিকালদর্শী ভাবের জ্ঞান আর কেউই দিতে পারে না। এক তো জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে, দ্বিতীয় হলো - বাচ্চারা, তোমাদের যোগবলের দ্বারা বিকর্মাজিৎ হতে হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা এই যে মাথার উপরে রয়েছে, তা দগ্ধ হতে সময় লাগে। কত বছর হয়ে গেছে তাও কর্মাতীত হয়নি। কর্মাতীত অবস্থা যখন আসে তখন যজ্ঞও সমাপ্ত হয়ে যায়। এ হলো অতি বিশাল মহান যজ্ঞ। ফলাফলও দেখতে থাকো, প্রস্তুতি চলছে। ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে, ন্যাচারাল ক্যালামেটিজও (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) প্রস্তুতি নিচ্ছে। কখনও ভয়াবহ ফ্লাডস্(বন্যা) হবে, কখনও আর্থকোয়েক (ভূমিকম্প), কখনও ফ্যামেন (আকাল, খরা) হবে। ওরা গাল-গল্প করে যে ৪ বছরের প্ল্যান তৈরী করেছে, তারপর আনাজপাতি প্রচুর পরিমাণে ফলবে। আরে, খাওয়ার মতন মানুষও তো প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শুধু মানুষই কি থোড়াই রয়েছে, পঙ্গপাল, মাকড়সা (কীটপতঙ্গ) ইত্যাদিও তো খেয়ে যায়। বন্যা আসে, অত্যন্ত ক্ষতি করে দেয়। এই বেচারা-রা জানতেও পারে না। তোমরা জানো খরা ইত্যাদি অবশ্যই হবে। নমুনা দেখা যায়। সামান্য যুদ্ধ লাগলেই তখন আনাজপাতি আসাই বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বে যুদ্ধে কত স্টিমার ডুবে গিয়েছিল। একে-অপরের অনেক ক্ষতি করেছিল।

বাবা বলেন - ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই যজ্ঞ রচিত হয়েছিল আর তোমরা রাজযোগ শিখেছিলে। যজ্ঞ রচিত হয় ব্রাহ্মণেদের দ্বারা। গীতায় তো লড়াই ইত্যাদির কথা লিখে দেওয়া হয়েছে। সঞ্জয় ইত্যাদিরাও রয়েছে। এ'সব হলো

ভক্তিমার্গের সামগ্রী। এও হলো অবিনাশী। ভক্তিমার্গে পুনরায় সেই সামগ্রীই বেরিয়ে আসবে। রামায়ণ ইত্যাদি যে'সকল শাস্ত্র বেরিয়েছে, তা পুনরায় বেরোবে। যাদের রাজধানী(রাজত্ব) চলেছে, ইংরেজ এসেছে, মুসলিম এসেছে, এরা সব চলে গেছে, পুনরায় আসবে। পুনরায় পার্টিশন হবে। এসব কথা তোমরা জানতে পারো, তোমাদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। কেউ কেউ তো কিছুই জানে না। সে'জন্য বাবা বুঝিয়ে থাকেন, কত যজ্ঞ রচনা করেন। ওদেরকে বোঝাতে হবে -- বাস্তবে হলো অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ যা রুদ্র, শিব ভগবান রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রচনা করেননি। শ্রীকৃষ্ণের সেই চিত্র তো সত্য যুগেই পাওয়া যাবে, তারপর কখনো পাওয়া যাবে না। কারণ সেই নাম, রূপ, দেশ, কাল সব বদল হয়ে যায়। এ'রকম তো হতে পারেনা যে শ্রীকৃষ্ণ এসে নিজেকে পতিত-পাবন বলবে। পতিত-পাবন হলেন একমাত্র পরমাত্মা। এ'রকমও নয় যে তোমরা বলবে প্রথম থেকেই কেন রূপ দেখাওনি ? না, এ'ভাবে থোড়াই সব প্রথম থেকেই বলে দেবো নাকি ! তোমরা বলবে প্রথম থেকেই এই জ্ঞান কেন দাওনি, একদিনেই কেন জ্ঞান প্রদান করতে না ? কিন্তু না, তিনি তো হলেন জ্ঞানের সাগর সে'জন্য অবশ্যই ধীরে ধীরে শোনাতে থাকবেন। এ'ভাবে থোড়াই সব এক সময়ে পড়ে নেবে নাকি ! নম্বরের ক্রমানুসারে পড়বে আর পড়তে সময় লাগে। এর নামই হলো অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এখন এ'টা তো কোথাও লেখা নেই। শাস্ত্রে কেবল সামান্য অক্ষর রয়েছে, ভারতের প্রাচীন সহজ রাজযোগ। আচ্ছা, প্রাচীন কবে ? শুরুতেই। তাহলে অবশ্যই এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ স্বর্গে বানানো হয়েছে। বাবা বলেন -- আমি আসিই প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে। ওরা ভুল করে ফেলেছে, টাইমও বদল করে দিয়েছে। তারপর সত্যযুগের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর করে দিয়েছে, গল্প বানিয়ে দিয়েছে। এর তো হলো ৪ ভাগ। স্বস্তিকাতেও ৪ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে -- জ্ঞান আর ভক্তি। অর্ধেক-কল্প হলো জ্ঞান - দিন, অর্ধেক-কল্প হলো ভক্তি - রাত। জ্ঞানের প্রালব্ধ হলো মাখন প্রাপ্ত হয়, ভক্তির প্রালব্ধ হলো ঘোল প্রাপ্ত হয়। অধঃপতনে যেতে-যেতে একদম শেষ হয়ে যায়। নতুন দুনিয়াকে পুনরায় পুরোনো অবশ্যই হতে হবে। কলা কম হতে থাকে সেইজন্য একে ভ্রষ্টাচারী, ভাইসেস (বিকারী) বলা হয়ে থাকে। এ হলো আসুরীয় দুনিয়া, তাই না ! তোমরা জানো এই ভক্তি ইত্যাদি করে কখনো ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভক্তি তো করেই এসেছো, বন্ধ হয় না। যদি ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে যায় তখন ভক্তি বন্ধ হয়ে যাবে, তাই না! ভক্তি তো অর্ধেক-কল্প ধরে চলবে। এইসব কথা মানুষকে বোঝাতে হবে। দুনিয়া নতুন কিভাবে হয়, তা চিত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার করাতে হবে। পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে পুনরায় নতুন স্থাপিত হয়। এখন এক্সিবিশন(প্রদর্শনী) ইত্যাদির, কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির দ্বারা ওপেনিং(উদ্বোধন) করাতে হয়। সাহায্য তো নিতেই হয় তাই না তারপর তাদের থ্যাঙ্কস্ জানানো হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য পত্র পাঠানো হয়। কত বড়-বড় পদবী নিজের উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছে। শ্রী-শ্রীর টাইটেলও রেখে নিয়েছে। শ্রী-শ্রী বাবা বোঝান -- শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল, এখন হলো ভ্রষ্টাচারী। পুনরায় বাবা শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে এসেছেন। ওরা আবার আগে থেকেই নিজের উদ্দেশ্যে শ্রী নাম রেখে দেয়। তাদের আবার ইজ হাইনেস বলে। সবচেয়ে বড় হিজ হোলীনেস লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজারাও পূজা করে কারণ তাঁরা হলেন পবিত্র। স্বয়ং হলো পতিত। পবিত্র রাজাদের হিজ হোলীনেস বলা হয়ে থাকে। এখন তো হিজ হোলীনেসের বদলে অনেক টাইটেল দিয়ে দেয়। শ্রী-শ্রী বলতে থাকে। এখন অসীম জগতের বাবা তোমাদের শ্রী-তে পরিণত করছেন। নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপিত হয়, চিত্রের উপরেও বোঝাতে পারা যায়। আমরা ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর সেবা করছি, আপনি ওপেনিং করুন। তাদের বোঝানো উচিত যে সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন রয়েছে, তাই না ! যিনি বোঝাবেন তার অত্যন্ত অ্যাক্টিভ হওয়া উচিত, স্ফূর্তিসম্পন্ন হওয়া উচিত। মিলিটারীরা কত টিপটপ থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের নাম কত মহান, শিব-শক্তিসেনা ! এই জ্ঞান প্রাপ্তই হয় অবলাদের, অহল্যাদের। এখানকার কথাই হলো ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর)। সর্বোচ্চ হলেন ভগবান আর দেখো, পড়ান কাদের ? অহল্যাদের, কুব্জাদের। ভগবানবাচ -- ওদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি, ড্রামায় এভাবেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু নিজেদেরকে সকলে পাপাত্মা থোড়াই মনে করে। বাবা বলেন এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হলে তখন এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারো। আসে তো অনেকেই। আশ্চর্য হয়ে শোনে(সুনন্তী, বলে(কথন্তী), বাবার হয়ে যায় (বনন্তী), তারপরও অধঃপতনে(গিরন্তী) যায় আর পালিয়ে(ভাগন্তী) যায়। এমন শুরু থেকেই হতে থাকে। সকালে বলবে আমাদের পাক্কা নিশ্চয় রয়েছে, সন্ধ্যায় বলবে আমার সংশয় রয়েছে, আমি যাচ্ছি, আমি চলতে পারব না। লক্ষ্য (মঞ্জিল) হলো উঁচু, আমি ছুটি (বিদায়) নিচ্ছি। এ হলো ড্রামার ভবিতব্য। বাবাকে পরিত্যাগ করে। মায়া এতই প্রবল যে চলতে চলতে থাপ্পড় মেরে দেয়। তোমরা চেয়েই থাকো জনকের মতন গৃহস্থী জীবনে থেকে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হোক।

বাবা বলেন এক জন্ম পবিত্র হও তাহলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। মানুষের বিষের প্রতি(বিকারের প্রতি) কত মন রয়েছে। চলতে চলতে অধঃপতনে যায়। আমরা যদি বিয়ে করতে না চাই তাহলে গভর্নমেন্ট কিছুই করতে পারে না। বোঝাতে পারে যে আমরা কেন অপবিত্র হবো যে পূজারী হয়ে সকলের সামনে মাথা নত করতে হবে। আমি হলাম কুমারী সেইজন্য সকলে আমার সামনে মাথা নত করে, তাহলে আমি কেন পূজ্য হয়ে থাকবো না! অসীম জগতের বাবা বলেন যে

পবিত্র, পূজ্য হও। রাজযোগের পরীক্ষা হলো একটাই। কতজন উত্তরণ (ওঠা) আর অধঃপতনে (নামা) যায়। প্রত্যেকে আপন আপন ভূমিকা পালন করে। রেজাল্ট অবশ্য সেটাই থাকবে যা কল্প পূর্বে হয়েছিল। এ হলো ড্রামা, আমরা হলাম অ্যাক্টর্স। পুরোপুরি নষ্টমোহ হলে তবেই বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে প্রেমের বন্ধন জুড়বে। বাবা, ব্যস আমরা তো তোমাকেই স্মরণ করবো, তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বো। এরকম প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তবেই স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই স্বর্গধামে যেতে পারবে। দুজনেই জ্ঞান-চিতায় বসে পড়বে। এরকম অনেক জোড়া তৈরী হবে। তারপর অতি শীঘ্রই বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞে নিজের এই রথ (শরীর) সহ সবকিছু স্বাহা করে দাও। সার্ভিসের জন্য অত্যন্ত তৎপর (অ্যালার্ট) এবং অ্যাক্টিভ হতে হবে।

২) মায়া যতই গরম হোক না কেন, সতর্ক থেকে তার থাপ্পড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। ঘাবড়ে (ভয়ভীত) যাবে না।

বরদানঃ- দয়া ভাবকে ধারণ করে সকলের সমস্যা সমাপ্তকারী মাস্টার দাতা ভব

যে আত্মাদেরই সম্পর্কে আসবে, তা সে যেমন সংস্কারেরই হোক, অপজিশন (বিরুদ্ধাচারী) হোক, স্বভাবের সঙ্গে সংঘাতকারী হোক, ক্রোধী হোক, যতই বিরোধীই হোক, তোমার দয়ার ভাবনা তাদের অনেক জন্মের কড়া হিসেব-নিকেশকে সেকেন্ডে সমাপ্ত করে দেবে। তুমি কেবল নিজের অনাদি-আদি দাতা ভাবের সংস্কারকে ইমার্জ করে দয়ার ভাবনাকে ধারণ করে নাও তাহলেই ব্রাহ্মণ পরিবারের সকল সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- নিজের ক্ষমাশীল স্বরূপ বা দৃষ্টির দ্বারা প্রত্যেক আত্মাকে পরিবর্তন করাই হলো পুণ্যাত্মা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;